দেশে যে চাউল আছে তাতে আমদানী করার প্রয়োজন নেই – খাদ্যমন্ত্রী

দেশে যে চাউল আছে তাতে আমদানী করার প্রয়োজন নেই। যেন চাউলের বাজার নিয়ে ম্যাসাকার না হয়ে যায় সেজন্য বেসরকারি ভাবে চাউল আমদানীতে ট্যাক্স ফ্রি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ বৃহস্পতিবার (১ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিকদের সাথে মতিবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

চাউলের বাজারের অস্থিরতা নিয়ে মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের লোভ লালসা সুযোগকে দায়ী করে বলেন আমরা মোবাইল কোর্ট করে কাউকে অপমানিত করতে চাই না। যদি কেউ বাধ্য করে তাহলে তো করতেই হয়।

বিকেলে জেলা প্রশাসক এস. এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিকদের সাথে মতিবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী স্বাধন চন্দ্র মজুমদার।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই, জেলা পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরীসহ জেলা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা চালকল মালিক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

পদ্মায় ফেরিডুবি: ৬ জনকে জীবিত

উদ্ধার

মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবির ঘটনা ঘটেছে। নদীতে নোঙর করা অবস্থায় ফেরিটি ডুবে যায়। এখন পর্যন্ত ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পদ্মায় আস্তে আস্তে ফেরিটি ডুবে যেতে থাকে। এসময় ফেরিতে থাকা যাত্রীদের চিৎকার শোনা যায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর ছয়জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ আছেন ফেরিটিতে থাকা অনেক যাত্রী। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

দুর্ঘটনা সংবাদ পেয়ে শিবালয় থানা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও পুলিশ উদ্ধার কাজে যোগ দেয় বলে জানিয়েছেন শিবালয় থানার ফায়ার সার্ভিসের প্রধান মজিবুর রহমান।

তিনি বলেন, বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ৫ নম্বর ঘাট এলাকার কাছাকাছি রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবে গেছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী হলেন ফরহাদ হোসেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জন্য ৩৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ফরহাদ হোসেন বিএল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

মন্ত্রিসভার শপথ নিতে ফোন পেলেন ফরহাদ হোসেন

নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অনেকেই ইতিমধ্যে ফোন পেয়েছেন তার ভিতরে ফোন পেয়েছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ বুধবার (১০ জানুয়ারি) রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন ফোন দেওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

মো. মাহবুব হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীসহ ২৫ পূর্ণমন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী তালিকা পেয়েছি। তাদেরকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার জন্য বলেছি।

এছাড়াও নতুন মন্ত্রীদের আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গণভবনে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর ১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

তবে নতুন মন্ত্রণালয়ে তাদের কি পদ দেওয়া হবে তা পূর্ণাঙ্গভাবে জানা যাবে দপ্তর বণ্টনের পর।

ডিএফপির ভূয়া ও অসত্য তালিকার ব্যপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডিএফপির মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হারি নিয়ে সম্প্রতি ভূয়া ও অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে একটি মহল।

এনিয়ে সতর্ক থাকার জন্য বুধবার (১০ জানুয়ারি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার নিয়ে একটি ভূয়া, অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে, যা এ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সরকারের নীতিমালা মোতাবেক নিয়মিতভাবে মিডিয়া তালিকা হালনাগাদ করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.dfp.gov.bd। ডিএফপির ওয়েবসাইট ব্যতীত অন্য কোন অনলাইন বা সামাজিক মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করা হয় না।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ভুল তথ্য সম্বলিত তালিকার বিষয়ে এ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পাঁচ বছরে গণতন্ত্রের সূচক আরও বেড়েছে

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গণতন্ত্রের সূচক শুধু বেড়েছে। কখনও একসঙ্গে আট ধাপ, আবার কখনও চার ধাপ করে এগিয়ে গেছে গণতন্ত্রের সূচক। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) গত পাঁচ বছরের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ৮৮তম, ২০১৯ সালে ৮০তম, ২০২০ সালে ৭৬তম, ২০২১ সালে ৭৫তম ও ২০২২ সালে ৭৩তম স্থানে উন্নীত হয়েছে।

ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় বারের মতো সরকার গঠন করে। পরবর্তী বছর ২০১৮ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইআইইউ। সেখানে বলা হয়, আগের বছরের তুলনায় চার ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সূচক। ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৮৮তম অবস্থানে রয়েছে। পাঁচটি মানদণ্ডে ২০১৮ সালের পরিস্থিতি বিচারে বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ৫৭। আগের বছর ২০১৭ সালে পরিস্থিতি বিচারে ৫ দশমিক ৪৩ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯২তম।

ইআইইউ প্রতিটি দেশকে গণতন্ত্র সূচক পরিমাপ করতে পাঁচটি মানদণ্ড ব্যবহার করে। সেগুলো হলো – নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বহুদলীয় অবস্থান, নাগরিক অধিকার, সরকারে সক্রিয়তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

এই হিসেব অনুযায়ী, একটি দেশকে ‘পূর্ণ গণতান্ত্রিক’ অবস্থায় যেতে হলে গণতান্ত্রিক সূচকে ৯ থেকে ১০ স্কোর করতে হয়। যেসব দেশের স্কোর ৭ থেকে ৮ সেসব দেশকে ‘ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র’ বলা হয়। তবে এর নিচের অবস্থান ‘হাইব্রিড রেজিম’-এ তালিকাভুক্ত দেশগুলোর স্কোর ৫ থেকে ৬ এবং ‘স্বৈরতান্ত্রিক’ দেশগুলোর স্কোর ০ থেকে ৪ এর মধ্যে হয়ে থাকে।

২০১৯ সালের প্রতিবেদনে আট ধাপ উন্নতি করে বাংলাদেশ। আট ধাপ অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশকে আগেরবারের মতো ‘হাইব্রিড শাসনব্যবস্থার’ বিভাগে রাখা হয়। সেসময় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের আগে অবস্থান করলেও আগের বারের তুলনায় ভারতের অবস্থান নেমে যায় ১০ ধাপ।

এরপরের বছর গণতন্ত্র সুচকে আরও দুই ধাপ উন্নতি করে বাংলাদেশ। ২০২০ ও ২০২১ সালে ৫ দশমিক ৯৯ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৭৬ ও ৭৫তম অবস্থানে ছিল।

বিশ্বে গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৭৩তম। দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৭ দশমিক ০৪ স্কোর নিয়ে সবার ওপরে আছে ভারত। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শ্রীলঙ্কা। দেশটির স্কোর ৬ দশমিক
৪৭। বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। চতুর্থ অবস্থানে ভুটান, পঞ্চম অবস্থানে নেপাল ও ষষ্ঠ অবস্থানে আছে পাকিস্তান।

গণতন্ত্র সূচক ২০২২-এ বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপি সংসদ বর্জন, সংসদ থেকে পদত্যাগের মতো অপরাজনীতি না করলে বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের আরও উন্নতি হতো। প্রকৃতপক্ষে গত ৫ বছরের প্রতিবছরই গণতন্ত্র সূচকে ধারাবাহিক ভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। বিএনপির নেতারা, তাদের সমমনা নেতারা এবং কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ক্রমাগতভাবে বলে আসছে, টিভির পর্দা ও জনসভা গরম করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করা অপচেষ্টা করছে দেশে গণতন্ত্র নেই বলে। অথচ গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ গণতন্ত্র সূচকে ক্রমাগত অগ্রগতি করছে। এতেই প্রমাণিত হয় বিএনপিসহ অন্যান্য দল বা ব্যক্তি বিশেষ বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং গণতন্ত্র নাই বলে যে ধোয়া তোলা এগুলো যে মিথ্যা ও অসাড় সেটাই প্রমাণ করে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আরও সংহত হতো। গণতন্ত্রকে দৃঢ় ও সংহত করার দায়িত্ব শুধু সকারের একার নয়। সবার সম্মিলিত দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্র সংহত করা। সেটা সব রাজনৈতিক দল, সরকারি দল, বিরোধীদলের দায়িত্ব। সে সরকারের থাকুক বা না থাকুক। বাংলাদেশ গণতন্ত্র আরও সংহত হতো। আরও অগ্রগতি করতো, কয়েক ধাপ উন্নীত হতো। যদি বিএনপির অপরাজনীতি না থাকতো। সংসদ বর্জন, সংসদ থেকে পদত্যাগ- এই অপরাজনীতি যদি না থাকতো

গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশ আরও বহু ধাপ এগিয়ে যেতে পারতো। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে চর্চা হচ্ছে, রীতিনীতির চর্চা হচ্ছে সেটার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে গণতন্ত্র সুচকের এই প্রতিবেদন।’

স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কী বিরোধী দল গঠন করতে পারবে?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে কারা বিরোধী দল? ১১টি আসন নিয়ে জাতীয় পার্টি (জাপা) নাকি ৬২টি আসনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিরোধী দল হবে? নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে বিরোধী দল নিয়ে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা জোট করে বিরোধীদলে বসতে পারবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের মর্যাদা হারাবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় যে কার্যপ্রণালিবিধি দ্বারা, তার কোথাও বিরোধী দল সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই। ৩০০ আসনের মধ্যে ন্যূনতম কতগুলো আসন পেলে কোনো দল বিরোধী দলের চেয়ারে বসতে পারবে কিংবা বিরোধীদলীয় নেতা কে হবেন, তার যোগ্যতা কী হবে সে বিষয়েও স্পষ্ট কিছু বলা নেই।

তবে অঘোষিতভাবে জাতীয় সংসদে একটি বিধান রয়েছে, সেটি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলকে ১০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অন্তত ৩০টি আসন পেলে বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হয়। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২(১) (ট) ধারায় বলা হয়েছে, বিরোধীদলীয় নেতা অর্থ হল, “স্পিকারের বিবেচনামতে যে সংসদ সদস্য সংসদে সরকারি দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত ক্ষেত্রমতে দল বা অধিসঙ্গের নেতা।”

বিশেষ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একমত হতে পারলে তারা সংসদে বিরোধী দলে বসতেও পারেন। এজন্য তাদের একটি ‘মোর্চা’ বা ‘ককাস’ (রাজনৈতিক জোট) গঠন করে এক কাতারে

আসতে হবে। এরশাদের আমলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (রব) উদ্যোগে ‘কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিস (কপ)’ নামে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠিত হয় এবং তারা নির্বাচনে অংশ নেয়। তারা তখন ১৯টি আসন পেয়েছিল। গ্রুপ হওয়ার কারণে তারা তখন সংসদ সদস্য হলেও বিরোধী দলের মর্যাদা পাননি। পরে অন্যান্য দলের আরও ১৪ জন সংসদ সদস্য আ স ম আবদুর রবকে নেতা মেনে স্পিকারের কাছে আবেদন করলে স্পিকার তাকে বিরোধী দলের নেতার স্বীকৃতি দেন।

সংসদীয় আইনেও বলা আছে, ‘বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী যেকোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্বতন্ত্র হিসেবেই থাকতে পারেন।’ নবম সংসদের পুরো সময়ে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে ফজলুল আজিম আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। অর্থাৎ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে থাকলেও অসুবিধা নেই।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, ‘প্রচলিত রীতি হলো, নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে তারা সরকার গঠন করবে। এরপর যারা তাদের চেয়ে কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তারা বিরোধী দলে থাকবে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরেই স্বতন্ত্ররা বেশি আসন পেয়েছেন। তাদের অনেকে নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গেও থাকতে চাইবেন। এখন কারা বিরোধী দলে থাকতে চান, সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যারা হতে চায় তাদের তো গ্রাউন্ড লাগবে।’

সুপ্রিম কোর্টের আরেক আইনজীবী তানজীব উল আলম বলন, ‘বিরোধী দল বলতে কোনো দলকে বোঝায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সরকার গঠন করবে। পরের সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি প্রস্তাব করেন আমরা এতগুলো সংসদ সদস্য আছি এবং একত্রিত হয়েছি, আমাদের বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হোক। তখন স্পিকার যাচাই করে দেখবেন এবং বিরোধী দলের জন্য যতটুকু সংসদ সদস্য প্রয়োজন তা থাকলে তিনি মর্যাদা দেবেন। পরে স্পিকার সংসদের বিরোধী দলের নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ কারা হবে তা জানাতে বলবেন। স্বতন্ত্র যে ৬২ জন নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের কেউ আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো দলে যোগ দিলে তা সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে না। ফলে তিনি বিরোধী দলে থাকতে পারেন বা অন্য দলেও যোগ দিতে পারে।’

স্বতন্ত্রদের জোট আগেও হয়েছে। বিএনপির বর্জনে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জেতেন ১৬

জন। সেই সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টনের সময় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদেরকে চিঠি দেওয়া হয় তারা জোটবদ্ধ হবেন কি না। এরপর ১৬ জন জোটবদ্ধ হলে সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে তিনটি বরাদ্দ দেওয়া হয় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের। ২০১৭ সালের মে মাসে এদের মধ্যে ১৪ জন একসঙ্গে এবং এরপর আরও দুই জন আওয়ামী লীগে ফিরে যান।

বিরোধী দল ছাড়াও সংসদ ছিল। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় নির্বাচনের পর যে সংসদ গঠন হয়, তাতে বিরোধীদলীয় নেতার আসনে কেউ বসেননি। সেবার ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পায় ২৯৩টি। একটি করে আসন পায় জাসদ ও জাতীয় লীগ। বাকি পাঁচটি আসন পান স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা। তারা জাতীয় লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে তাদের নেতা নির্ধারণ করে বিরোধী দলের নেতার মর্যাদা দিতে স্পিকারের কাছে আবেদন জানান। তবে সংসদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপত্তি জানিয়ে বলেন, বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে একটি রাজনৈতিক দলের অবশ্যই কমপক্ষে ২৫টি আসন থাকতে হবে। না হলে তাদেরকে পার্লামেন্টারি গ্রুপ হিসেবে বলা যেতে পারে, কিন্তু বিরোধী দল নয়।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও বামপন্থি দলগুলোর বর্জনের মধ্য ভোটের পর গঠিত সংসদেও একই ঘটনা ঘটে। বিএনপিকে সেই নির্বাচনে ২৭৮টিতে জয়ী দেখানো হয়। ১০টি আসনে স্বতন্ত্র এবং একটিতে ফ্রিডম পার্টির নেতা বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার আব্দুর রশীদকে বিজয়ী দেখানো হয়। বাকি ১১টি আসনের মধ্যে ১০টিতে কাউকে বিজয়ী দেখানো হয়নি। একটিতে ভোট স্থগিত ছিল।

মেহেরপুরে দুইটি আসনের ৯ প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত

মেহেরপুর-১ আসনে চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী জামানত রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত (কাস্টিং ভোট) ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট পেলে প্রার্থী জামানত ফেরত

পাবেন। সে হিসেবে ওই কাঙ্ক্ষিত ভোট না পাওয়ায় ৯ প্রার্থীর জামানতের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। প্রচলিত কথায় এসব প্রার্থী জামানত হারাচ্ছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গত রোববার (৭ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে ৩ লাখ ৩৭ জন ভোটারের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫৪১। জামানত ফিরে পেতে কাস্টিং ভোটের আট ভাগের এক ভাগ হিসেবে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৯ হাজার ৯৪৩ ভোট পেতে হবে।

ফলাফলে দেখা গেছে, মেহেরপুর-১ আাসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (নৌকা) ৯৪ হাজার ৩০৩ ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত প্রার্থী সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান (ট্রাক) ৫৭ হাজার ৬৮২ ভোট পান।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন (ঈগল) ১ হাজার ৪৪০ ভোট, জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল হামিদ (লাঙ্গল) ৮২০ ভোট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) প্রার্থী তারিকুল ইসলাম লিটন (আম) ৪৫৯ ভোট এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট প্রার্থী বাবুল জম (ছড়ি) প্রতীকে ২৪১ ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের শতাংশ হিসেবে চার প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মোট ২ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯ ভোটের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ২৮৫ হাজার ৪১১। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে জামানত ফিরে পেতে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার ৫২ ভোট পেতে হবে।

এ আসনটিতে সাতজন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর (নৌকা) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক) ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট পান।

এ ছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী কেতাব আলী (লাঙ্গল) ৮৯৬ ভোট, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট প্রার্থী শাহ জামাল (ছড়ি) ২৯৪ ভোট, বিএনপির সাবেক এমপি তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী আব্দুল গনি (সোনালি আঁশ) ২৯১ ভোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস প্রার্থী আল ফারুক (ডাব) ২৭৩ ভোট এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি প্রার্থী গোলাম রসুল (আম) ২০৮টি ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে এ আসনটিতে এ প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে একজন প্রার্থীর জামানত জমা ছিল ২০ হাজার টাকা। মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের পাঁচ প্রার্থীর ওই জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতীক জয়ী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ৪র্থ হাজী আলী আজগর টগর নৌকা প্রতিক নিয়ে জয়লাভ করেছেন গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে রাত সাড়ে দশটার সময় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চলে চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোট গ্রহণ কার্যক্রম । ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত এবং চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মিলে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন। এই আসনে ৪র্থ বারের মতো বেসরকারি ভাবে নৌকা প্রতিকে জয়লাভ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনিত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈগল প্রতিক থেকে ২৩ হাজার ৪ শত ৯৮ জনের ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন। নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ভোট পেয়েছেন ৯৬ হাজার ২ শত ৬৬ জনের ভোট।

তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ঈগল প্রতিকে ৭২ হাজার ৭ শত ৬৮ জনের ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য ফ্রিজ প্রতিকে এম এ রাজ্জাক খান রাজ ভোট পেয়েছেন ৫৯ হাজার ১ শত ৮০ জনের ভোট । স্বতন্ত্র প্রার্থী এম শহিদুর রহমান ট্রাক প্রতিকে ৯ শত ৫৮জনের ভোট পেয়েছেন। এনপিপি’র (ন্যাশনার পিপলস্ পার্টি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব ইদ্রিস চৌধুরী আম প্রতিকে পেয়েছেন ৫ শত ৪০ জনের ভোট। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি থেকে মনোনিত প্রার্থী জাতীয় পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সোহরাব হোসেন প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেও তিনি লাঙ্গল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ শত ৭১ জনের ভোট। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৫ হাজার ৫ শত ৩৪টি।সাংসদীয় ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৪৯ শতাংশ।

অন্যদিকে সংসদীয় ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসন দামুড়হুদা উপজেলা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ৪র্থ বারের মতো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকায় প্রার্থী হাজী আলী আজগার টগর নৌকা প্রতিকে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৯ জনের ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের থেকে ৪৬ হাজার ২ শত ২৫ জনের ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হন তিনি। এ সময় নৌকা প্রতিকে হাজী আলী আজগর টগর ভোট পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫৯ জনের ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা ট্রাক প্রতীক ভোট পেয়েছেন ৬০ হাজার ৮ শত ৩৪ জনের ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭ শত ৫১ জনের ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিম ঈগল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ২ হাজার ৬ শত ৫১ ভোট।

স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিক ফ্রিজ প্রতিকে পেয়েছেন ৮ শত ২৯ জনের ভোট। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের মনোনিত প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেও দেওয়ান মোঃ ইয়াছিন উল্লাহ মশাল প্রতীক পেয়েছেন ২ শত ১১ জনের ভোট। জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী মোঃ আব্দুল লতিফ খান গোলাপ ফুল প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ২ শত ৭১ জনের ভোট। ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মোঃ ইদ্রিস চৌধুরী আম প্রতীক পেয়েছেন ৪ শত ৩০ জনের ভোট। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি থেকে মনোনিত প্রার্থী প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন

থেকে সরে দাড়ালেও তিনি লাঙ্গল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৭ শত ৭৮ জনের ভোট। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৭ হাজার ৬ শত ৬৯টি।সংসদীয় ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৪৬ শতাংশ।

উল্লেখ যে, চুয়াডাঙ্গায় দু’টি সংসদীয় আসনে ভোটকেন্দ্র ছিলো ৩৫৪টি। যার মধ্যে ২০৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং ১৪৯টি কেন্দ্র সাধারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। কিন্তু কোন প্রকার অপ্রতিকার কর্মকাণ্ড ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভোট দেয় সাধারণ নাগরিক।
জেলার দু’টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৮ জন। নির্বাচনী এলাকা ৭৯ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৮৭ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৯ জন। মোট ভোট কেন্দ্রে সংখ্যা ১৮১টি। নির্বাচনী এলাকা ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪২ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৯২ জন। মোট ভোটকেন্দ্রে সংখ্যা ১৭৩টি।

তৃতীয় বারের মত এমপি হলেন ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৩য় বারের মত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতিক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। নৌকা প্রতিক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে বে-সরকারি ভাবে বিজয়ী হন তিনি।

আজ রবিবার রাত আটটার দিকে বেসরকারি ভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষনা করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফরহাদ হোসেনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ট্রাক প্রতিক নিয়ে ৫৭৬৯২ ভোট পেয়ে পরাজিত হন।

সকাল ৮ থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়ে বিরতীহিন ভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহন। মেহেরপুর ১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন।

এদিকে, বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে ফরহাদ হোসেনের সমর্থকরা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমাই হোসেনের বাসভবনের সামনে। ফলাফল ঘোষণার পরে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাকে।

এর আগে ২০১৪ সালে এবং ২০১৮ সালে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান।